তালা উপজেলার জলাবদ্ধতা ও বিকল্প নিষ্কাশন পরিকল্পনা

উত্তরণ ও পানি কমিটি

তালা, সাতক্ষীরা

তালা উপজেলার জলাবদ্ধতা
ও
বিকল্প নিষ্কাশন পরিকল্পনা

নভেম্বর - ২০১১

উত্তরণ ও পানি কমিটি
তালা, সাতক্ষীরা

তালা উপজেলার জলাবদ্ধতা ও বিকল্প নিষ্কাশন পরিকল্পনা

পরিকল্পনা ও নির্দেশনা	ঃ	শহিদুল ইসলাম পরিচালক, উত্তরণ।
লিখন	ঃ	হাসেম আলী ফকির পরামর্শক, উত্তরণ।
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা	ঃ	অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম সভাপতি, কেন্দ্রীয় পানি কমিটি।
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা সহযোগী	ঃ	পীযূষ কান্তি বাড়ৈ ও দিলীপ কুমার সানা
তথ্য সংগ্রহ	ঃ	অধ্যক্ষ এনামুল ইসলাম ময়নুল ইসলাম মীর জিল্লুর রহমান নারায়ণ মজুমদার আব্দুল আলীম ও গাজী জাহিদুর রহমান
প্রচ্ছদ	ঃ	শেখ সেলিম আকতার স্বপন
মানচিত্র অংকন	ঃ	এ.এস ইকবাল হোসেন (লাভলু)
প্রকাশনায়	ঃ	উত্তরণ ও পানি কমিটি
মুদ্রণে	ঃ	কাকলি প্রেস,খুলনা।
প্রকাশকাল	ঃ	নভেম্বর - ২০১১

মুখবন্ধ

প্রায় দেড়শ বছর আগে গঙ্গা থেকে মাথাভাঙ্গা নদী আংশিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দর্শনা পয়েন্টে কপোতাক্ষ (ভৈরব) মাথাভাঙ্গা থেকে সম্পূর্নভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় নদীগুলির পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নদীগুলি তখন মূলতঃ জোয়ার ভাটার নদীতে পরিণত হয়। এদিকে ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ নির্মানের ফলে জোয়ার বাহিত পলি প্লাবন ভূমির পরিবর্তে নদীবক্ষে অবক্ষেপিত হতে থাকে এবং প্রধানতঃ সেই কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জোয়ার-ভাটার নদীগুলি সাম্প্রতিক সময়ে ভরাট হওয়ায় পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের উত্তরাংশ তথা খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ প্রতি বছর জলাবদ্ধতার স্বীকার হচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, মৎস্যসহ সকল উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং হুমকির সম্মুখীন হয়েছে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ।

উত্তরণ ও পানি কমিটি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন কাজ করে আসছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় জনগণের দাবী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা এবং প্রয়াজনীয় তথ্য ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে উত্তরণ ও পানি কমিটি যৌথভাবে জলাবদ্ধতাজনিত বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমানো এবং আটকে থাকা পানি অপসারণের জন্য "তালা উপজেলার জলাবদ্ধতা ও বিকল্প নিষ্কাশন পরিকল্পনা" পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছে।

কপোতাক্ষ, শালতা ও বেতনা নদী অববাহিকায় পলি ভরাট, মৎস্য ঘের, বেড়ী বাঁধ, নেট পাটা, পাইপগেট, কালভার্ট, স্লুইসগেট, নিষ্কাশন চ্যানেল দখল ইত্যাদি কারণে এ বছরে আগষ্ট থেকে তালা উপজেলায় ভয়াবহ বন্যার পানি নিষ্কাশন মারাত্মকভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। চারিদিক থেকে পানি ঘরবাড়ীসহ উঁচু জায়গার উপর দিয়ে বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে এবং নতুন নতুন জনপদকে প্লাবিত করেছে। ভয়াবহ বন্যায় সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার ১১টি উপজেলার ৯ লক্ষ ৭৬ হাজারেরও বেশী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রধান চ্যানেল কপোতাক্ষ নদ পলি দ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে বিকল্প পথে পানি নিষ্কাশন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এবং জলাবদ্ধতার ভয়াবহতা ও ভবিষ্যত ক্ষতির আশংকা বিবেচনায় বিকল্প নিষ্কাশন পথের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কপোতাক্ষ নদ খননের পাশাপাশি বিকল্প নিষ্কাশন চ্যানেলগুলি সংস্কার না করলে বেতনা অববাহিকাসহ সকল নদী অববাহিকার স্লুইস গেটগুলি সম্পূর্নভাবে অকার্যকর হয়ে পড়বে। ফলে এই জনপদকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখা আর সম্ভব হবে না। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিষ্কাশন পথের সকল বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিকল্প পথে পানি অপসারণের জন্য দরকার প্রশাসনসহ সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ।

সবশেষে এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূর করতে এবং টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নদী ব্যবস্থাপনার সাথে পলি ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করতে হবে। আর এ কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বিকল্প নিষ্কাশন চ্যানেলগুলি সংস্কার ও কার্যকরী করার উপর। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভৌগলিক পরিবেশকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করতে এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করছি। এই প্রকাশনা থেকে এ অঞ্চলে কর্মরত সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ কর্মীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাবে বলে আমার বিশ্বাস। উত্তরণ ও পানি কমিটির যৌথ প্রচেষ্টায় এই কাজটি বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ১
২. জলাবদ্ধতার ক্ষয় ক্ষতি ১
৩. জলাবদ্ধতার কারণ ৩
ক) পোল্ডার ব্যবস্থা ৩
খ) মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এলাকার বিচ্ছিন্নতা ৩
গ) মৎস্য চাষের ঘের ৩
ঘ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ৪
ঙ) ভূমির নিম্নগমন ৪
৪. বিকল্পপথে পানি নিষ্কাশন ৪
৪.১ নরনিয়া স্লুইস গেট ৬
৪.২ কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেট ১০
৪.৩ নিকারীমারী স্লুইস গেট ১২
৪.৪ চ্যাংমারী ও গোলাপদহ স্লুইস গেট ১২
৪.৫ হুলোর ও চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেট ১৩
৪.৬ বাটুলতলা স্লুইস গেট ১৩
৪.৭ জালালপুর স্লুইস গেট ১৭
৪.৮ পাখিমারা বা বালিয়া স্লুইস গেট ১৮
৪.৯ শালিখা স্লুইস গেট ১৯
৪.১০ পুটিমারী, ঘলঘলিয়া, নেহালপুর, মাটিয়াডাঙ্গা ও কামারডাঙ্গি স্লুইস গেট ২১
৫. উপসংহার ২৪

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিগত ২৫-৩০ বছর যাবৎ জলাবদ্ধতা সমস্যা অব্যাহত আছে। এ সমস্যা এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জলাবদ্ধতা সমস্যার দরুণ এলাকার জনজীবনে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং জনপদে জীবন যাপন প্রণালীতে দেখা দিয়েছে এক ধরণের অচলাবস্থা। জলাবদ্ধতা সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা, বিশেষ করে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির দরুণ সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকা থেকে শুরু হয়েছে লোকজনের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া। এলাকাবাসীর ধারণা অচিরেই এ এলাকা মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

বিগত ৫/৬ বছর যাবৎ তালা উপজেলায় জলাবদ্ধতা ও বন্যা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশাল কপোতাক্ষ অববাহিকার সবথেকে বেশী আক্রান্ত হলো তালা উপজেলা। প্রতি বছর এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য যেমন পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়নি, তেমনি দূর্বিসহ এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারী বে-সরকারী উদ্যোগও যথেষ্ট নয়। চলতি বছর প্রায় ৪ মাস যাবৎ এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে জনপদ ও জনবসতিকে প্লাবিত করেছে। খুব দ্রুত যে পানি অপসারিত হবে তেমন কোন লক্ষণ আপাতত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রচলিত পানি নিষ্কাশনের পথ সংস্কার করে ও বিভিন্ন বিকল্প পথে জলাবদ্ধ পানি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. জলাবদ্ধতার ক্ষয় ক্ষতি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃষ্টিপাত পরিমাপের রেকর্ড অনুযায়ী এ বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৫-৪০ ভাগ বেশী। তালা সদর থেকে জালালপুর ইউনিয়নের জেঠুয়া পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদের বক্ষদেশ ভরাট হওয়ার দরুণ নদীর এই অংশ উঁচু হয়ে পড়েছে। ফলে বিশাল উজান অঞ্চলের পানি এই উঁচু অংশ অতিক্রম করে নিষ্কাশিত হতে পারছে না, যার দরুণ সবথেকে বেশী পানির চাপ সৃষ্টি করেছে তালা উপজেলায়। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তালা উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন সংখ্যা-১২, গ্রাম সংখ্যা-২১৭, লোক সংখ্যা-২,৭৬,৩১৪, ফসলী জমি-৩০৩০৫ হেক্টর, স্কুল কলেজের সংখ্যা-৪১৮, নলকূপের সংখ্যা-৩৬৪৫ এবং আশ্রিত জনসংখ্যা-৩৫৬৬৭ জন।

উপজেলার জলাবদ্ধ গ্রামসমূহে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, পয়ঃনিষ্কাশন ও খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। নিরুপায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছে উঁচু বাঁধে, রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নেই তেমন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বাধ্য হচ্ছে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, গবাদি পশু ও গাছপালা বিক্রি করতে।

বিশাল এলাকাব্যাপী পানি আবদ্ধ হয়ে পড়ায় জনজীবনে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। পানি সরানোর জন্য মানুষ এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকার পানিবন্দী মানুষেরা পানি নিষ্কাশনের জন্য বেড়ী বাঁধ, রাস্তা কেটে দিচ্ছে, পানি সরানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। অতিসত্ত্বর পানি অপসারণ করতে না পারলে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘদিন পানি জমে থাকলে আসন্ন বোরো মৌসুমে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে না এবং অনেক বসতি এলাকাও দীর্ঘদিন যাবৎ জলাবদ্ধ থাকবে।

এই দূর্বিসহ পরিস্থিতি ও জনদূর্ভোগ মোকাবেলার জন্য প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরকে সবথেকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ের সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় সরকারের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন মহলের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এভাবে জরুরীভাবে আবদ্ধ পানি অপসারণ করতে পারলে জনদূর্ভোগ কমার সাথে সাথে সামাজিক জীবনে স্থিরতা ফিরে আসবে। এ কারণে ব্যাপক এলাকা জুড়ে আবদ্ধ থাকা পানি অপসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একান্তভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে।

৩. জলাবদ্ধতার কারণ

ক. পোল্ডার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে যশোর-খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার নিম্নাংশ আলাদা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই এলাকার দক্ষিণে রয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্যখ্যাত সুন্দরবন। সুন্দরবন-সমুদ্র-নদী, উজান প্রবাহ ও প্লাবন ভূমির সংযোগে এখানকার পরিবেশ-প্রতিবেশ গড়ে উঠেছে। দেশের মূল ভূ-খণ্ড এমনকি দেশের অন্যান্য উপকূল এলাকা থেকে এখানকার গাছপালা ও পশুপাখির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলে ভূমির নিম্নগমনের হার অনেক বেশী।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা না করে বিগত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে উপকূল এলাকায় প্রবর্তন করা হয় পোল্ডার ব্যবস্থা। পোল্ডার হলো বাঁধ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে ফেলা, যার দরুণ নদীর জোয়ার-ভাটা নদীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থার আওতায় প্লাবনভূমি বা বিল এলাকাকে নদী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। শুধু বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য পুরনো নদী বা খালের মুখে নির্মাণ করা হয় স্লুইস গেট। ফলে জোয়ারে আগত পলি প্লাবনভূমি বা বিলের মধ্যে উঠতে পারে না বরং তা নদীবক্ষে পতিত হতে থাকে। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে নদীর বুক অভ্যন্তরীণ বিলের তুলনায় উঁচু হয়ে পড়ায় বর্ষার পানি আর নিষ্কাশিত হতে পারে না, সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার। জলাবদ্ধতা তীব্র হলে পানি খাল বিল ছাপিয়ে বন্যার আকারে জনবসতিকে প্লাবিত করে।

খ. মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এলাকার বিচ্ছিন্নতা

প্রায় দেড়শত বছর পূর্ব থেকে গঙ্গার শাখা নদী মাথাভাঙ্গার সাথে কপোতাক্ষ, ভৈরব, বেতনা প্রভৃতি নদীর আর কোন সংযোগ নেই। সংযোগ থাকলে উজান স্রোতে জোয়ারে আগত পলি নদীবক্ষে কম অবক্ষেপিত হতো, অন্যদিকে লবণাক্ততার তীব্রতাও হ্রাস পেতো। উজানের প্রবাহ না থাকায় ভাটার সময়ে এ অঞ্চলের সকল নদীর পানি প্রবাহ ও গতি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং জোয়ারের অতিমাত্রার লবণাক্ত পানির সঙ্গে পলিমাটির আগমনের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পলি নদীর চর ও নদীবক্ষে জমার কারণে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা ও প্রশস্ততা হ্রাস পাচ্ছে।

গ. মৎস্য চাষের ঘের

জলাবদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর চাহিদা প্রভৃতি কারণে উপকূলীয় জলাভূমি বা অধিকাংশ বিল এলাকা বর্তমানে চিংড়ী চাষের আওতাভুক্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয়, খাল কখনো সরকারের নিকট থেকে লীজ নিয়ে, কখনোবা জবর দখল করে ঘের ভেড়ীর মধ্যে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। চিংড়ী চাষীরা সাধারনতঃ স্লুইসগেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাদের ইচ্ছামতো নোনাপানি উঠানো নামানো হয়। পোল্ডার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এলাকাকে নোনাপানির কবল থেকে মুক্ত করা অথচ চিংড়ী চাষের মাধ্যমে ঘেরের মধ্যে নোনা পানি উঠানো হচ্ছে।

বিলের মধ্যে পলি পড়ে খালগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্লুইসগেটের আগে ও পিছে পলিজমে নিষ্কাশন পথে অবরোধ সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু রয়েছে খালের মধ্যে নেট, পাটা, কোমর প্রভৃতি মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা। এসব নানা প্রতিবন্ধকতা ও অপরিকল্পিত কার্যক্রমের দরুণ আবদ্ধ পানি সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশিত হতে পারছে না।

ঘ. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এখন উপকূল এলাকার জন্য বড় ধরণের হুমকি। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার উপকূল এলাকায় পূর্বের তুলনায় নদীর জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর জোয়ারে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে নদীতীরে বেড়ীবাঁধ আরও ৩/৪ ফুট উঁচু করে নির্মাণ করা হচ্ছে। একথা সত্য যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে নদীতে জোয়ারের উচ্চতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি শেষ ভাটাতে পানি স্তরের উচ্চতা পূর্বের তুলনায় উঁচু থাকবে। ফলে জলাবদ্ধ এলাকার অভ্যন্তরীণ পানিও পূর্বের তুলনায় কম নিষ্কাশিত হবে। পলি অবক্ষেপণ দ্বারা জলাবদ্ধ এলাকা ভরাট করে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা না হলে অচিরেই এ অঞ্চল স্থায়ী জলাবদ্ধ এলাকায় পরিণত হবে।

ঙ. ভূমির নিম্নগমন (Earth Subsidence)

বিগত কয়েক শতক যাবৎ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি বসে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে প্রতি বছর স্থান বিশেষ ২ থেকে ৪ মি.মি. পর্যন্ত ভূমির নিম্নগমন ঘটে। পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে জোয়ারে আগত পলির অবক্ষেপন দ্বারা প্লাবন ভূমি বা বিলের ভূমি বসে যাওয়া পূরণ হতো এবং এই প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু পোল্ডার নির্মাণের পরে এই ভূমি গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ৪/৫ দশক ধরে ভূমির একতরফা নিম্নগমনের ফলে পোল্ডারের অভ্যন্তরের ভূমি ক্রমান্বয়ে নীচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র বিলে পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে ভূমির নিম্নগমন পূরণ করা এবং ভূমি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

৪. বিকল্পপথে পানি নিষ্কাশন

তালা থেকে জেঠুয়া পর্যন্ত বিশেষ করে কপিলমুনি এলাকায় কপোতাক্ষের বক্ষদেশ পলি জমে অতিমাত্রায় উঁচু হওয়ায় বিশাল উজান অঞ্চলের বর্ষার পানি নামতে পারছে না। ফলে ঐ পানি চাপ দিচ্ছে তালা এলাকায়। পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্যান্য বছরের অনুরূপ এ বছরও সরকার থেকে ড্রেজার ও এক্সাভেটর মেশিন দিয়ে নদীর উঁচু অংশ খনন করে পানি নিষ্কাশনের চেষ্টা করা হচ্ছে । কিন্তু এর ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। বিকল্পপথে পানি নিষ্কাশন ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু বিকল্প পথে পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

উপজেলা তালা, সাতক্ষীরা।
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম
ধানদিয়া
নগরঘাটা
সরুলিয়া
শাকদহ খাল
বেতনা নদী
কুমিরা
তেঁতুলিয়া
নওয়াপাড়া খাল
ইসলামকাটি খাল
ইসলামকাটি
কপোতাক্ষ নদ
খলিশখালী
মাগুরা
মাগুরা খাল
মাধবখালী খাল
দলুয়া নদী
জালালপুর খাল
জালালপুর
গলাভাঙ্গা খাল
খেশরা
শালিখা নদী
জিয়ালা খাল
তালা খাল
তালা
হরিশচন্দ্রকাটি খাল
খলিলনগর
ঘোষনগর খাল
কপোতাক্ষ নদ
০১। উপজেলা সীমানা ঃ
০২। নদী ঃ
০৩। খাল ঃ
০৪। বিল/ বাওড় ঃ
০৫। জলাবদ্ধ এলাকা ঃ

বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ-

- নদীর নিষ্কাশন ক্ষমতা না থাকা।
- বিভিন্ন স্লুইস গেটের সামনে ও পিছনে পলি দ্বারা ভরাট হওয়া।
- অনেক নিষ্কাশন খাল বা তার অংশ বিশেষ পলি জমে ভরাট হওয়া।
- নিষ্কাশন পথসমূহ ঘেরের মধ্যে অবরুদ্ধ হওয়া।
- প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রশস্ত কালভার্ট ও পাইপ গেট নির্মাণ।
- নিষ্কাশন পথে জাল, পাটা, নেট প্রভৃতি মৎস্য শিকারের যন্ত্রপাতি স্থাপন।
- নিষ্কাশন পথে কচুরিপনা-শ্যাওলা প্রভৃতি জমে থাকা।
- অকার্যকর স্লুইসগেট এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনা না হওয়া।

বিকল্প নিষ্কাশন এলাকা

ক্র.নং	ক্যাচমেন্টের নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	জনসংখ্যা	নিষ্কাশন নদী
০১.	নরনিয়া স্লুইস গেট	তালা	তালা, ইসলামকাটি, কুমিরা, তেঁতুলিয়া	৬৩৭৩৭	আপারভদ্রা
		কেশবপুর	বিদ্যানন্দকাটি, সাগরদাঁড়ি	১৫২০০	
		ডুমুরিয়া	মাগুরাঘোনা, আটলিয়া,	১৬৯৮৯	
	মোট	**৩টি উপজেলা**	**৮টি ইউনিয়ন**	**৯৫৯২৬**	
০২.	কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেট	তালা	তালা, তেঁতুলিয়া	২৭৪৯৪	ঘ্যাংরাইল
		ডুমুরিয়া	মাগুরাঘোনা, আটলিয়া	৩২০৩২	
	মোট	**২টি উপজেলা**	**৪টি ইউনিয়ন**	**৫৯৫২৬**	
০৩.	বাটুলতলা স্লুইস গেট	তালা	খলিলনগর, তালা	২৭৮৪৩	শালতা
০৪.	জালালপুর স্লুইস গেট	তালা	জালালপুর, মাগুরা	২১০০৯	নিম্ন কপোতাক্ষ
০৫.	পাখিমারা স্লুইস গেট	তালা	খেশরা, জালালপুর	৮১৭৭	নিম্ন কপোতাক্ষ
০৬.	শালিখা,পুটিমারী,ঘলঘলিয়া নেহালপুর,মাটিয়াডাঙ্গা ও কামারডাঙ্গি স্লুইস গেট	তালা	খেশরা, মাগুরা, খলিষখালী, নগরঘাটা, সরুলিয়া, ধানদিয়া	৯০৭৩২	নিম্ন কপোতাক্ষ ও বেতনা নদী
		আশাশুনি	দরগাপুর, কুল্যা	১০০২৮	
		সাতক্ষীরা সদর	ধূলিহর, ব্রম্মরাজপুর	৯৭২৮	
		পাইকগাছা	রাড়ুলী	১৪৯৯১	
	মোট	**৪টি উপজেলা**	**১১ টি ইউনিয়ন**	**১২৫৪৭৯**	
	সর্বমোট	**৬টি উপজেলা**	**২১ টি ইউনিয়ন**	**৩৩৭৯৬০**	

(সূত্র ঃ বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস্ - ২০০১)

৪.১ নরনিয়া স্লুইস গেট (৪ ভেন্ট)

ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের নরনিয়া গ্রামে আপারভদ্রা নদীর পাশে নরনিয়া স্লুইস গেটটি অবস্থিত। স্লুইস গেটের ৪ ভেন্টের সবকটি দিয়ে যথেষ্ট পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে। স্থানীয় ২জন ব্যক্তি স্লুইস গেট উঠানামা করে থাকে। ইতিপূর্বে ঘেরগুলোর পক্ষ থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, এখন পারিশ্রমিক বন্ধ আছে। স্বেচ্ছাশ্রমে তারা গেট উঠানামা অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া বেশীদিন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নরনিয়া স্লুইস গেট এলাকা
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম
আ পা র ভ দ্রা ন দী
চুকনগর ব্রীজ
নরনিয়া স্লুইস গেট
হাইওয়ে ব্রীজ
চুকনগর বাজার
খুলনা রোড
যশোর রোড
আলিয়া ব্রীজ
পাকা রোড
বাদুড়িয়া ব্রীজ
নরনিয়া খাল
পাইপগেট
নেটপাটা
বেতগ্রাম বিল
মৎস্য ঘের
পাতলে বিল
ভাইয়ের বিল
কাঞ্চনপুর ঘোষড়া বিল
শিরজনী বিল
ভান্ডারখোলা রোড
বন্ধ
আঠার মাইল বাজার
সাতক্ষীরা-খুলনা রোড
কাঞ্চনপুর প্রাঃ স্কুল পূর্ব পাশে হাইওয়ে কালভার্ট
কাঞ্চনপুর প্রাঃ স্কুল পশ্চিম পাশে হাইওয়ে কালভার্ট
ঈদগাহ মোড়
পোড়াবাড়ী মোড় ও জাতপুর সংযোগ সড়ক
সুভাষিনী ভূমি অফিস কালভার্ট
সুভাষিনী কলেজ কালভার্ট
সুভাষিনী বাজার
সুভাষিনী বাজার কালভার্ট
মণ্ডয়াপাড়া-সুভাষিনী খাল
জাতপুর বাজার রোড
জাতপুর বাজার
জাতপুর-মহান্দী রোড
লিজেন্ড ঃ
০১। নদী
০২। খাল
০৩। রাস্তা
০৪। কালভার্ট /পাইপগেট
০৫। স্লুইস গেট
০৬। নেট-পাটা
০৭। পানির প্রবেশ পথ
০৮। ব্রীজ
০৯। মৎস্য ঘের
১০। বাজার
১১। ভরাট হওয়া নদী খাল

মদনপুর বাজারের পাশে যেখানে অন্যান্য বছর রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের পথ প্রশস্ত করা হয় এবারও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যার দরুণ যথেষ্ট পানি এই চ্যানেল দিয়ে নিষ্কাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সুভাষিনী খাল থেকে কচুরিপনা অপসারণ ও নেট পাটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুভাষিনী খাল দিয়ে পানি এসে পড়ছে শিরাশুনী বিলে। শিরাশুনী বিলের মৎস্য ঘেরের পশ্চিম পার্শ্বে ২টি কালভার্ট এবং পূর্বপাশে ২টি কালভার্ট আছে। সকল কালভার্টের মুখে রয়েছে নেট পাটা। উভয় পার্শ্বের পাকা রাস্তার ২টি কালভার্টের একটি করে বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম পার্শ্বের খোলা কালভার্ট দিয়ে তেমন কোন পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে না। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য এ কালভার্ট দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হবে না বরং এই কালভার্ট দিয়ে উপরের এলাকার পানি ঘেরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কেবলমাত্র পূর্ব পার্শ্বের একটি কালভার্ট দিয়ে কাঞ্চনপুর-ঘোষড়া বিলে পানি প্রবেশ করছে। কাঞ্চনপুর ঘোষড়া বিলে ২টি কালভার্ট। এর মধ্যে ডাইয়ের বিলের সংযোগ কালভার্টটি বন্ধ রাখা হয়েছে। শিরাশুনী বিল থেকে এ বিলের পানির উচ্চতা ২ থেকে ৩ ফুট কম।

ঘোষড়া কাঞ্চনপুর বিলের একটি কালভার্ট দিয়ে বেতাগ্রাম বিলে পানি প্রবেশ করছে। কালভার্টের উভয় পাশে রয়েছে নেট পাটা। বেতাগ্রাম থেকে পানি এসে পড়ছে পুরাতন মৃত ভদ্রা নদীতে বা নরনিয়া খালে। কিন্তু বাদুড়িয়া ব্রীজের একটু নিম্নে খালের বাঁধের উপর মাত্র দু'টি পাইপ বসিয়ে নেটপাটা দিয়ে পানি প্রায় অবরুদ্ধ করা হয়েছে যার দরুণ খালের মধ্যে পর্যাপ্ত পানি প্রবেশ করতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বছর প্রশাসনের উদ্যোগে এ বাঁধ কেটে দেওয়া হত।

ঘোষড়া কাঞ্চনপুরের কালভার্টের সাথে সংযুক্ত ডাইয়ের বিল দিয়ে পানি নিষ্কাশন হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। নরনিয়া খালের সাথে সংযুক্ত ছোট একটি পাইপ আছে এবং তার পাশে এ বছর রাস্তা কেটে দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, যখন ভদ্রানদীতে জোয়ার হয় তখন নরনিয়া স্লুইস গেট বন্ধ রাখা হয়। এই বন্ধ হওয়া সময়ে উপরের এলাকার পানি এসে এখানকার পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে এবং সেই পানি পাইপ এবং কাটা জয়গা দিয়ে ডাইয়ের বিলে ঢুকে পড়ে। ফলে যতটুকু পানি নিষ্কাশিত হয় তা আবার পূরণ হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ায়।

নওয়াপাড়া সুভাষিনী খালের মধ্যে কয়েক জায়গায় নেট পাটা আছে। অন্যদিকে কপোতাক্ষ নদীতীরে ইসলামকাটি এলাকায় বেড়ীবাঁধের ৪টি জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বেড়ীবাঁধের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে সুভাষিনী খাল অববাহিকায় এসে যুক্ত হচ্ছে। ঐ পানি যাতে বেড়ীবাঁধ দিয়ে ঢুকতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে সুভাষিনী খাল অববাহিকার কোন উন্নতি আশা করা যায় না।

ইসলামকাটি নদীতীরের বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশ করছে

শিরাশুনী, ঘোষড়া, কাঞ্চনপুর, বেতাগ্রাম বিল অধিবাসীদের বক্তব্য সুভাষিনী খাল অববাহিকা থেকে পানি এসে তাদের এলাকা প্লাবিত করছে, তবে পূর্বের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি সহনশীল। তাদের এলাকার উপর দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যাপারে তারা নমনীয় এবং যথেষ্ট মানবিক। তবে তাদের দাবী এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে তাদের এলাকা প্লাবিত না হয় এবং সামনে আগত বোরো মৌসুমে তারা যাতে চাষাবাদ করতে পারে।

নরনিয়া স্লুইস গেট

ঘেরের কালভার্টের মুখে নেট-পাটা

করণীয়:

- নরনিয়া স্লুইস গেট ওঠানামা করার জন্য সার্বক্ষনিক ৩ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা ।
- ঘেরগুলোর মধ্যে সব কালভার্টগুলো খুলে দেওয়া এবং নেট পাটা উঠিয়ে দেওয়া।
- ডাইয়ের বিলে বন্ধ কালভার্টটি উন্মুক্ত করা এবং উত্তর পাশের খাল সংযোগে বাঁধ কেটেদেওয়া।
- নওয়াপাড়া সুভাষিনী খাল এবং সুভাষিনী বাজারের ভূমি অফিস সংলগ্ন হাইওয়ের কালভার্টের উত্তর পাশের নেট পাটা উঠিয়ে দেওয়া।
- ইসলামকাটি বেড়ীবাঁধ মজবুত করা যাতে কপোতাক্ষের পানি এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

৪.২ কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেট (৪ ভেন্ট)

ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের কুলবাড়ীয়া মৌজায় তেলিগাতী-ঘ্যাংরাইল নদীর পাশে কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেটটি অবস্থিত। বর্তমানে তালা এলাকার পানি নিষ্কাশনে এটি একটি বিকল্প পথ। তালার স্বনির্ভর খাল এবং জাতপুরে বটতলার পাঁকা রাস্তার কালভার্ট দিয়ে পানি এসে পড়ে দইসরার বিলে। দইসরা বিল থেকে পানি জেয়ালার ঘেরে এসে হুলোর গেট এবং চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেটের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। বর্তমানে এ দু'টি গেটের পিছনে শালতা নদী ভরাট হওয়ার কারণে এবং ঘের ভেড়ীর দরুণ পানি নিষ্কাশিত হতে পারছে না। ফলে বিকল্প ২টি চ্যানেল জেয়ালা-চন্ডীপুর খালের বাঁধ কেটে দেওয়া হয়েছে এবং জেয়ালা থেকে ওয়াপদায় উঠার রাস্তা কেটে দেওয়া হয়েছে। এ দুই পথে তালা এলাকার পানি কুলবাড়ীয়া গেট দ্বারা নিষ্কাশিত হচ্ছে। তালা-শাহাপুরের স্বনির্ভর খালের ৫/৬ জায়গা কেটে প্রশস্ত করা হয়েছে। কিন্তু খালের পূর্ব পাড়ের বসবাসকারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ করে ২টি জায়গায় খালের উপর ২টি পাকা পিলার নির্মাণ করা হয়েছে যা পানি নিষ্কাশনে পর্যাপ্ত বাঁধা সৃষ্টি করছে। এরপর থেকে কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেট পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় নেট পাটা, ভেমটি জাল এবং খালের উপর একটি জায়গায় বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কারণে পানি নিষ্কাশনে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে।

অত্র এলাকার পানি কুলবাড়ীয়া ক্যাচমেন্ট এলাকায় এসে পানির স্ফীতি বৃদ্ধি করেছে যার জন্য অধিকাংশ ঘের ভেসে গেছে এবং লোকালয়ে পানি প্রবেশ করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। ২৪ ঘন্টা এ বিলে পানি প্রবেশ করছে কিন্তু নিষ্কাশিত হচ্ছে কেবলমাত্র ভাটার সময়। তবে পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় সহনীয় পর্যায়ে। প্লাবিত এলাকার মানুষদের বক্তব্য শুধু কুলবাড়ীয়া নয়, হুলোর গেট, চাড়িভাঙ্গা গেট দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তাহলে তাদের এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ কম হবে। কুলবাড়ীয়া এবং ধাড়িয়াডাঙ্গার পাশে মৃত ঘ্যাংরাইল খালে পর্যাপ্ত নেট পাটা আছে। এলাকাবাসীর ধারণা এ সব নেট-পাটা উঠানো সম্ভব হলে পানি আরও নিষ্কাশিত হতে পারে। স্লুইস গেটের ভিতরে খালের কিছুদূর পর্যন্ত- ভরাট হওয়া পলি পানি নিষ্কাশনে কিছুটা বাঁধার সৃষ্টি করছে।

কুলবাড়ীয়া স্লুইস গেট

কুলবাড়ীয়া, নিকারীমারী, হুলোর গেট ও চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেট এলাকা

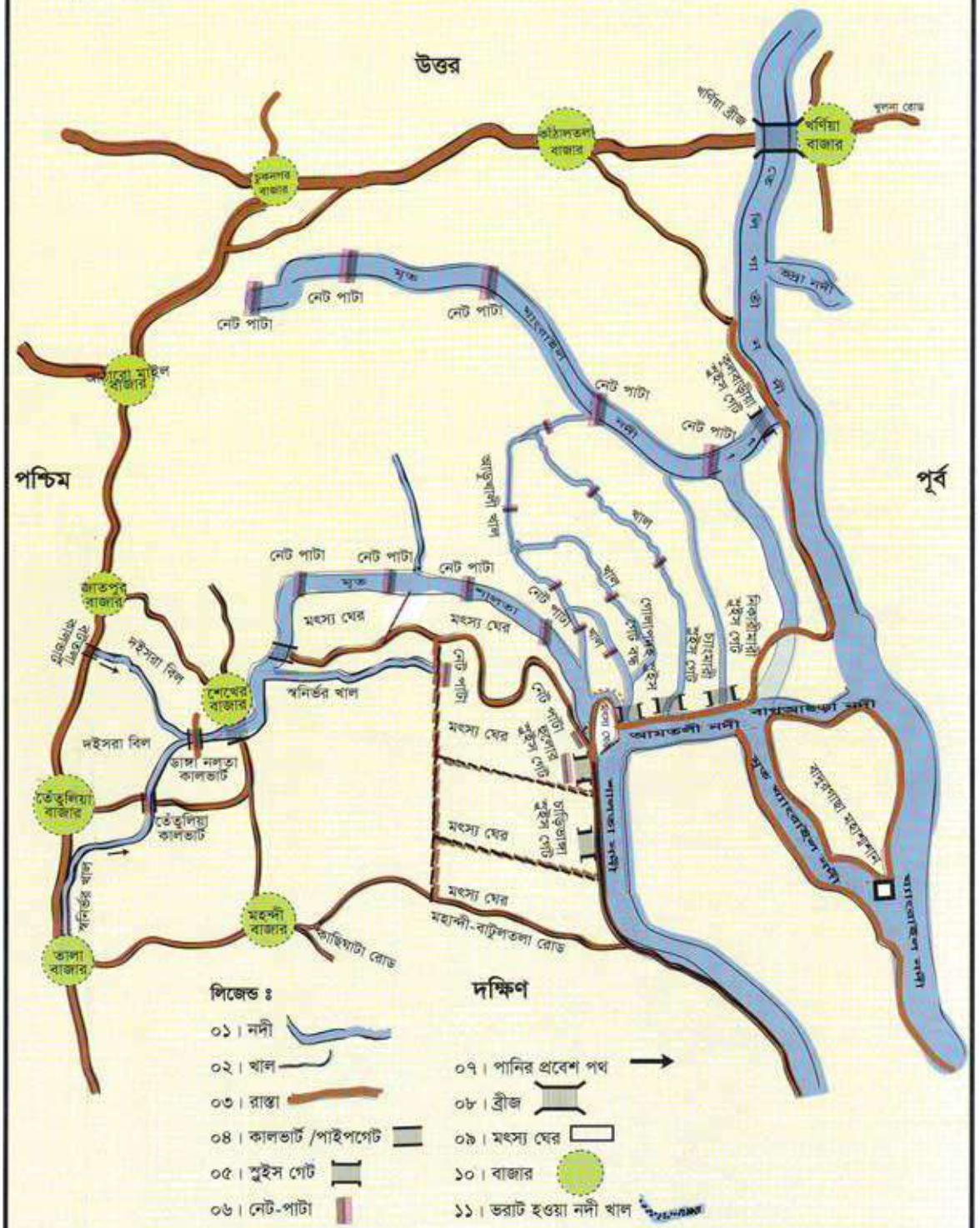

করণীয়ঃ

- কুলবাড়ীয়া বিলে মৃত ঘ্যাংরাইল নদীসহ সকল খাল থেকে জালপাটা অপসারণ।
- স্লুইস গেটের অভ্যন্তরে খাল থেকে পলি অপসারণ।
- খালের উপর নির্মিত বাঁধ অপসারণ।

৪.৩ নিকারীমারী স্লুইস গেট (১ ভেন্ট)

কুলবাড়ীয়ার উপরে নিকারীমারী গেট যা ৩নং গেট হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এই গেটের আগে পিছে খালে পলি ভরাট। গেটটি সম্পূর্ণ চিংড়ী চাষীরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদের পরিদর্শনের সময়ে আমরা দেখলাম, গেট দিয়ে নোনা পানি উঠানো হচ্ছে এবং ভাটার সময় এ গেট বন্ধ করে রাখা হয়। এই গেটটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কিছু পানি এ পথ দিয়ে নিষ্কাশন করা সম্ভব। স্লুইস গেটের বাইরে বয়ারসিং থেকে বাদুরগাছা মহাশ্মশান পর্যন্ত ঘ্যাংরাইল নদী ভরাট হয়ে গেছে, কুলবাড়ীয়ার পাশে বাগআচড়া নদী কোনক্রমে টিকে আছে।

করণীয়ঃ

- নিকারীমারী স্লুইসগেট মৎস্যচাষীদের পরিবর্তে জনগণের দায়িত্বে নেওয়া।
- স্লুইস গেটের আগে পিছে পলি অপসারণ।
- বাগআচড়া নদী থেকে পলি অপসারণ।
- বয়ারসিং থেকে বাদুরগাছা মহাশ্মশান পর্যন্ত ঘ্যাংরাইল নদী খনন।

৪.৪ চ্যাংমারী ও গোলাপদহ স্লুইসগেট

চ্যাংমারী ও গোলাপদহ স্লুইস গেট দু'টিও আটলিয়া ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত। চ্যাংমারী স্লুইস গেটের বাইরে আমতলী নদী ও গোলাপদহ স্লুইসগেটের বাইরে আমতলী ও শালতা নদী সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে যাওয়ায় এদু'টি গেটের কার্যকারিতা এখন আর নাই।

গোলাপদহ বন্ধ স্লুইস গেট

করণীয়:

- আমতলী নদী খনন।
- চ্যাংমারী ও গোলাপদহ স্লুইস গেট সংস্কার।
- শালতা নদী থেকে পলি অপসারণ এবং নদী খনন।

৪.৫ হুলোর গেট (১ ভেন্ট) ও চাড়িভাঙ্গার স্লুইস গেট (২ ভেন্ট)

তালা উপজেলার তালা সদর ইউনিয়নের আওতায় জেয়ালা মৌজায় হুলোর গেট এবং জেয়ালা-নলতা মৌজায় চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেট অবস্থিত। স্লুইস গেট দু'টির অবস্থান শালতা নদীর তীরে। হুলোর স্লুইস গেট দিয়ে বর্তমানে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়। কেননা এর পিছনে শালতা নদী পলি দ্বারা ভরাট, চাড়িভাঙ্গা গেট দিয়ে কিছুটা পানি নিষ্কাশন সম্ভব কিন্তু বড় বাঁধা হচ্ছে মৎস্য চাষের ঘের। ঘেরের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে নেট ও পাটা। পলি জমে চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেটের ১টি ভেন্ট সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং অন্যটিও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাছাড়া গেটের আগে-পিছে পলি ভরাট হওয়ার কারণে পানি আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। হুলোর গেট থেকে বাটুলতলা স্লুইস গেট পর্যন্ত ২কি.মি. নদী থেকে পলি অপসারণ করা গেলে এ দু'টি গেট দ্বারা পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

হুলোর স্লুইস গেট

চাড়িভাঙ্গা স্লুইস গেট

করণীয় ঃ

- হুলোর গেট থেকে বাটুলতলা পর্যন্ত ২ কিঃ মিঃ শালতা নদী থেকে পলি অপসারণ।
- ঘেরভেড়ীর মধ্যে বাঁধাসমূহ অপসারণ করা।
- চাড়িভাঙ্গা গেটের মধ্যে এবং আগে-পিছে পলি অপসারণ।

৪.৬. বাটুলতলা স্লুইস গেট (২ ভেন্ট)

তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের নলতা মৌজায় শালতা নদীর তীরে বাটুলতলা স্লুইস গেটটি অবস্থিত। মহান্দী থেকে কাছিঘাটা পাকা রাস্তার উপর ৫টি ছোট বড় কালভার্ট আছে, যার মধ্য দিয়ে পানি বিকল্প পথে বাটুলতলা দিয়ে নিষ্কাশিত হচ্ছে। এ বছর স্থানীয় চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ৯০ জন লোক দ্বারা বাটুলতলার নিম্নে শালতা নদীর পলি ঘুলিয়ে দেওয়া হয়।

বাটুলতলা স্লুইস গেট এলাকা

এর ফলে নদীর নাব্যতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্যাচমেন্টের মূল সমস্যা কপোতাক্ষের উপচানো পানি। ঘোষনগর খেয়াঘাটে যাওয়ার পাকা রাস্তা থেকে কাছিঘাটা পর্যন্ত এবং হরিশ্চন্দ্রকাটি-গোনালী বাজারের পূর্বপাশে কল্যানবাবুর ইটভাটা থেকে ওয়াপদার বাঁধ কেটে দেওয়া হয় যা এখন বেঁধে দেয়া হয়েছে।

৪.৬.১ নলতা কালভার্ট এলাকা

নলতা কালভার্ট এলাকার উপরে এখনও পর্যন্ত কয়েক জায়গায় নেট পাটা আছে, খাল অপ্রশস্ত, গভীরতা কম এবং কিছু কিছু জায়গা ঘের মালিকরা দখল করে নিয়েছে। কালভার্টের নিম্নে অর্থাৎ নলতা কালভার্ট থেকে হরিশ্চন্দ্রকাটি ঘোষপাড়া তালতলার পাইপগেট পর্যন্ত নেট পাটা ও বিভিন্ন রকমের মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি স্থাপন, হরিশ্চন্দ্রকাটির তালতলার প্রায় অর্ধ কিলোমিটার নালাটির গভীরতা ও প্রশস্ততা কম এবং তালতলার পাইপ গেটটিও ছোট।

করণীয়ঃ

- বাটুলতলা স্লুইসগেট থেকে নলতা কালভার্টের মধ্যে নেট-পাটা তুলে দেওয়া।
- বাটুলতলা স্লুইসগেট থেকে নলতা কালভার্টের খাল ও নলতা কালভার্ট থেকে হরিশচন্দ্রকাটি তালতলা মিনি কালভার্ট পর্যন্ত সংস্কার করা।
- নলতা কালভার্ট ও হরিশচন্দ্রকাটি তালতলা মিনি কালভার্টের মাঝে কায়স্থ পাড়া ও সরদারপাড়া রোডের পাইপগেটটি বড় করা।
- ঘের মালিকদের থেকে খাল দখল মুক্ত করা।

৪.৬.২ খলিলনগর কালভার্ট এলাকা

খলিলনগর কালভার্ট এলাকার পশ্চিম পাশে মুখের জায়গা ঘের মালিকরা দখল করে নিয়েছে। আনুমানিক ৩-৫ ফুট একটি নালা দিয়ে কালভার্টের ভিতরে পানি ঢুকছে। তাছাড়া উপরে এখনও পর্যন্ত কয়েক জায়গায় নেট পাটা আছে, নালা-খাল অপ্রশস্ত, গভীরতা কম, বিভিন্ন ঝোঁপঝাড় এবং কিছু কিছু জায়গায় মাছ শিকারীরা মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে। খলিলনগর কালভার্টের উপরে ৩টি পাইপগেট যথাক্রমে হরিশ্চন্দ্রকাটি বটতলা পাইপগেট, গোনালীর পাইপগেট ও ঋষিপাড়ার পাইপগেট খুবই ছোট।

খলিলনগর বাজারের দক্ষিণ পাশের কালভার্ট দিয়ে কপোতাক্ষের উপচানো পানি ঘোষপাড়া ও গঙ্গারামপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে বিষ্টু মাষ্টারের বাড়ীর পিছন দিয়ে মোড়ল সাহেবের জমির উপর পড়ে। এরপর শহীদুল ও সরোজিতের বাড়ির পাশ দিয়ে তপন নাথের ঘেরের উপর দিয়ে মহান্দী-কাছিঘাটা পাকা রাস্তার কোল ঘেঁষে নিষ্কাশিত হচ্ছে। এ নিস্কাশন পথের সমস্যা হলো অতি অপ্রশস্ত নালা, পাটা, নেট, ঘের, ফসলী জমি, ঝোঁপঝাড়, বাঁধসহ স্থাপিত মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি।

খলিলনগর কালভার্টের সংকীর্ণ পানি নিষ্কাশন ক্যানেল

করণীয়ঃ

- বাটুলতলা স্লুইসগেট থেকে খলিলনগর কালভার্টের মধ্যে নেট-পাটা তুলে দেওয়া।
- বাটুলতলা স্লুইসগেট থেকে খলিলনগর কালভার্ট ও খলিলনগর কালভার্ট থেকে রাস্তার পশ্চিমাংশের খাল সংস্কার করা।
- খলিলনগর কালভার্টের থেকে রাস্তার পশ্চিমাংশের নালাটি গভীর ও প্রশস্ত করা।
- ঘের মালিকদের থেকে খাল দখল মুক্ত করা।
- হরিশ্চন্দ্রকাটি রাস্তার তালতলা, বটতলা খালের গোড়া ও নওশের মাষ্টারের বাড়ীর পাশের পাইপগেট ৩টি বড় করা বা গেট কালভার্ট তৈরী করা।

৪.৬.৩ খলিলনগর বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বের কালভার্ট ও সরদারপাড়া কালভার্ট এলাকাঃ

সরদারপাড়ার কালভার্ট এলাকার উপরে পাট পচানোর কারণে পানি নিষ্কাশিত হতে পারছে না। গেটের পূর্বপাশে বেঁধে দেওয়ার কারণে পিছনের নিষ্কাশন চ্যানেল মুক্ত না থাকায় ঘরবাড়ী প্লাবিত হচ্ছে। কালভার্টের নিম্নে নালা অপ্রশস্ত ও অগভীর এবং কিছু কিছু জায়গা জমির মালিকরা দখল করে নিয়েছে। কালভার্টের মুখ থেকে ঘোষপাড়া-গঙ্গারামপুর এর চ্যানেলটি আঁকা বাঁকা ও জটিল।

সরদারপাড়া বন্ধ কালভার্ট

করণীয়ঃ

- সরদারপাড়া কালভার্টটি খোলা রাখা এবং আগে পিছে বাঁধ অপসারণ করা।
- সরদারপাড়া থেকে বাটুলতলা গেট অভিমুখে নালাটি গভীর ও প্রশস্ত করা।
- বাটুলতলা গেট অভিমুখে খালটি জমির মালিকদের থেকে দখল মুক্ত করা ও সংস্কার করা।
- গঙ্গারামপুর স্কুল সংলগ্ন চ্যানেলটি সরদারপাড়া কালভার্ট পর্যন্ত সংস্কার ও উন্মুক্ত করা।
- সরদারপাড়া কালভার্ট থেকে রাস্তার পশ্চিম কোল ঘেঁষে খলিলনগর বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বের কালভার্ট পর্যন্ত ক্যানেলটি প্রশস্ত ও গভীর করা।

৪.৭ জালালপুর স্লুইস গেট (৪ ভেন্ট)

তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের জালালপুর মৌজায় কপোতাক্ষ তীরে জালালপুর ৪ ভেন্ট স্লুইস গেটটি অবস্থিত। স্লুইস গেটের কার্যক্ষমতা মোটামুটি ভাল তবে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে যার দরুণ গেটের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবেশ করে। ক্যাচমেন্টের আওতাভুক্ত মাদরা, মাগুরা, আটুলিয়া, জালালপুর প্রভৃতি বসতি এলাকা প্লাবিত হয়েছিল।

স্লুইস গেটের নিকটবর্তী কপোতাক্ষ নদের নাব্যতার অবস্থা নাজুক। আধা ভাটি পর্যন্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। এ ক্যাচমেন্টের মূল সমস্যা হলো স্লুইস গেটের আগে পিছে পলি দ্বারা খাল ও গেট ভরাট। বর্তমান স্থানীয় জনসাধারনের উদ্যোগে খাল থেকে পলি অপসারণ ও স্লুইসগেট ওঠা নামা করা হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পানি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ নিষ্কাশিত হচ্ছে, যার দরুণ নদীর প্রশস্ততা ও গভীরতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ইরি মৌসুমে এলাকায় ধান চাষ করা যাবে বলে এলাকাবাসী আশা করছে।

জালালপুর স্লুইস গেট

ইতিমধ্যে আমডাঙ্গা, দোহার, সাতপাকিয়া, আটুলিয়া, গলাভাঙ্গা এই কয় গ্রামের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গেটের আগে পিছে ব্যাপকভাবে পলি অপসারণের দায়িত্ব পালন করবে।

করণীয়ঃ

- স্লুইস গেট থেকে কপোতাক্ষ নদ পর্যন্ত খাল এবং স্লুইস গেট থেকে অভ্যন্তরীন প্রায় ১ কিলোমিটার খাল থেকে পলি অপসারণ করা।
- নিয়মিত গেটের মধ্যে পলি অপসারণ এবং গেটের যান্ত্রিক ত্রুটি নিরসন।

৪.৮ পাখিমারা বা বালিয়া স্লুইস গেট (১ ভেন্ট)

পাখিমারা স্লুইস গেটটি তালা উপজেলার খেশরা ইউনিয়নের বালিয়া গ্রামে কপোতাক্ষ তীরে অবস্থিত। এই ক্যাচমেন্টের আওতাভুক্ত হরিঢালী বিল, আবাদ বিল, তালতলা ও পাখিমারা বিল ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধ এবং বিল সন্নিহিত গ্রামগুলো বিশেষ করে তেঘরিয়া, সাতপাকিয়া, দোহার প্রভৃতি এলাকায় বসতবাড়ী প্লাবিত হয়েছে। এই সব এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য ১ ভেন্টের স্লুইস গেট যথেষ্ট নয়। তাছাড়া স্লুইস গেটটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে; যার দরুণ পলি মিশ্রিত পানি ভিতরে প্রবেশ করে। নিম্নে নদীর অবস্থা কিছুটা ভালো, একপোয়া ভাটি হলে পানি সরতে আরম্ভ করে।

পাখিমারা স্লুইস গেটের আওতাভুক্ত এলাকার বিলগুলো সব ঘের পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। ঘেরগুলোর সমন্বয়ে একটি কমিটি কার্যকরী আছে। উক্ত কমিটি নিষ্কাশন খালের সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। বালিয়া পাঁকা রাস্তার উপর একটি পাইপ কালভার্ট আছে যেখান থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় ৪০০ মিটার এবং কালভার্ট থেকে অভ্যন্তরে ঘেরের দিকে প্রায় ১কি.মি. খাল পলিদ্বারা অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে যার দরুণ যথেষ্ঠভাবে পানি নিষ্কাশিত হতে পারছে না।

বালিয়া বা পাখিমারা স্লুইস গেট

করণীয়ঃ

- পাঁকা রাস্তার কালভার্ট থেকে নদীর দিকে স্লুইসগেট পর্যন্ত এবং অভ্যন্তরীন মৎস্য ঘেরের দিকে ১ থেকে ১.৫ কি.মি. খাল খনন বা পলি অপসারণ করা।
- স্লুইস গেট এবং অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তার উপর কালভার্ট থেকে নিয়মিত পলি অপসারন এবং স্লুইস গেটটি সংস্কার করা।

৪.৯ শালিখা স্লুইস গেট (১৫ ভেন্ট)

তালা উপজেলার খেশরা ইউনিয়নের তেঘরিয়া মৌজায় বিখ্যাত শালিখা নামক স্লুইস গেটটি অবস্থিত। শালিখা স্লুইস গেট থেকে কপোতাক্ষের শাহাজাতপুর মোহনা পর্যন্ত মৃত কপোতাক্ষ নদ পলিদ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ শালিখা স্লুইস গেট অকেজো হয়ে পড়েছে। এই স্লুইস গেটের আওতাভুক্ত পানি বিকল্পপথে বেতনা নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু এ বছর বেতনা নদীর উপরাংশের নাব্যতা হারানোর ফলে মাটিয়াডাঙ্গা, কামারডাঙ্গি ও নেহালপুর স্লুইসগেট দিয়ে পানি তেমন নিষ্কাশিত হচ্ছে না। ফলে বিশাল ঐসব এলাকার পানি এসে শালিখা স্লুইসগেট সংলগ্ন এলাকায় চাপ সৃষ্টি করেছে। বেতনা নদীর নিম্নাংশ গাবতলা ও পুটিমারী স্লুইসগেট দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে কিন্তু পানি নিষ্কাশনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

এলাকাবাসীর দৃঢ় অভিমত যে স্লুইসগেটের অভ্যন্তরে ১ কি.মি. এবং বাইরে মৃত কপোতাক্ষের ৪ কি.মি যদি খনন করা সম্ভব হয় তাহলে শালিখা এলাকার বর্তমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। এমনকি পাখিমারা স্লুইসগেট এবং জালালপুর স্লুইস গেট এলাকার পানিও এ পথ দিয়ে নিষ্কাশন করা যাবে। কেননা ঐ দুই ক্যাচমেন্ট এলাকা শালিখা এলাকা থেকে উঁচুতে অবস্থিত।

শালিখা স্লুইস গেট এলাকা

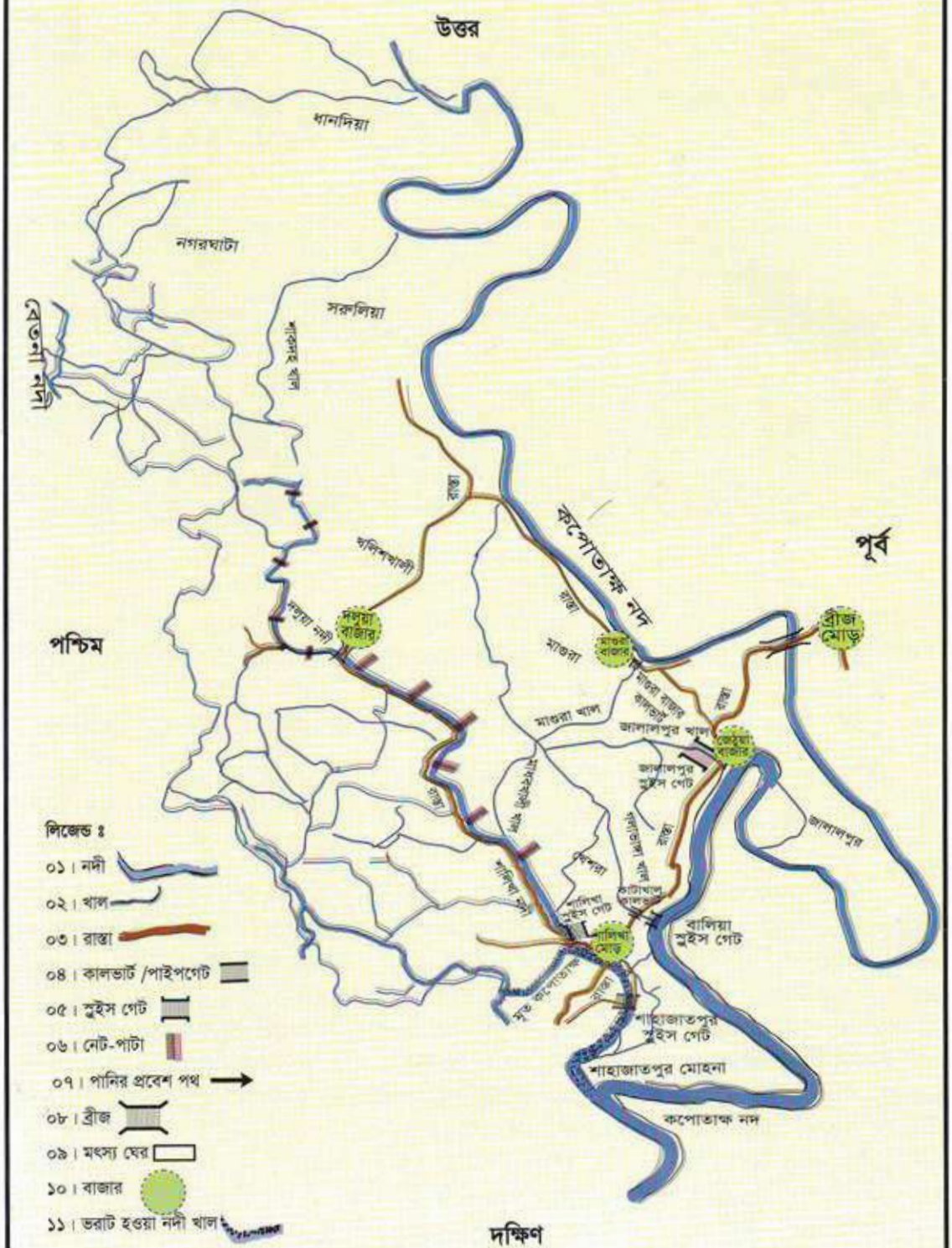

এলাকার জনগণ উদ্যোগ নিয়ে ইতিমধ্যে শালিখার বন্ধ হয়ে যাওয়া স্লুইসগেট থেকে পলি অপসারণ করে ৪টি কপাট উঠাতে পেরেছে। স্লুইস গেটের নিম্নে আশ্রায়ন প্রকল্প থেকে কাটিপাড়া খেশরা ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় ৩ কি.মি. মৃত কপোতাক্ষ নদ ৩-৪ ফুট গভীর করে খনন করেছে। স্থানীয় মানুষদের অভিমত "যে পর্যন্ত খনন করা হয়েছে তার নিম্নে পিসি রায়ের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত ১কি.মি এবং শালিখা গেটের অভ্যন্তরে আরও ১ কি.মি. খনন প্রয়োজন এবং নদী আরও গভীর করে খনন করতে হবে।" প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং সহায়তার অভাবে খনন কাজ এখন বন্ধ।

শালিখা স্লুইস গেট

শালিখা গেটের নিম্নে মৃত কপোতাক্ষ নদ

করণীয়ঃ

কাটিপাড়া খেশরা ব্রীজ থেকে নিম্নে পিসি রায়ের বাড়ীর পাশের ব্রীজ পর্যন্ত ১ কি.মি. এবং শালিখা গেটের অভ্যন্তরে ১কি.মি. নদী খনন। সম্ভব হলে খননকৃত ৩ কি.মি এবং অবশিষ্ট ২ কি.মি. নদী আরও গভীর করে খনন করা এবং শালিখা স্লুইস গেটের আরও কয়েকটি কপাট উঠানোর ব্যবস্থা করা যাতে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে।

৪.১০ পুটিমারী, ঘলঘলিয়া, নেহালপুর, মাটিয়াডাঙ্গা ও কামারডাঙ্গি স্লুইস গেট

উপরোক্ত স্লুইস গেটগুলো সব বেতনা অববাহিকায় অবস্থিত। উপর্যুপরি পলি জমে গত বছর বেতনা নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়। ফলে এ বছর বর্ষা মৌসুমের প্রথম দিকে এই সব গেট দিয়ে পানি তেমন একটা নিষ্কাশিত হতে পারেনি। বিগত ৩ মাস যাবৎ বন্যার পানির চাপে নদীর গভীরতা ৩-৪ ফুট বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সমুদ্রের ভাটার টানে এখন পানি নিষ্কাশনের কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ২ বছর থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অধিকাংশ গেটগুলোতে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে কিন্তু এখনও বিভিন্ন গেটে অনেক যান্ত্রিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্লুইসগেটগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় জনঅংশগ্রহন রয়েছে।

কামারডাঙ্গা, মাটিয়াডাঙ্গা, নেহালপুর, ঘলঘলিয়া ও পুটিমারী স্লুইস গেট এলাকা
বেতনা অববাহিকা

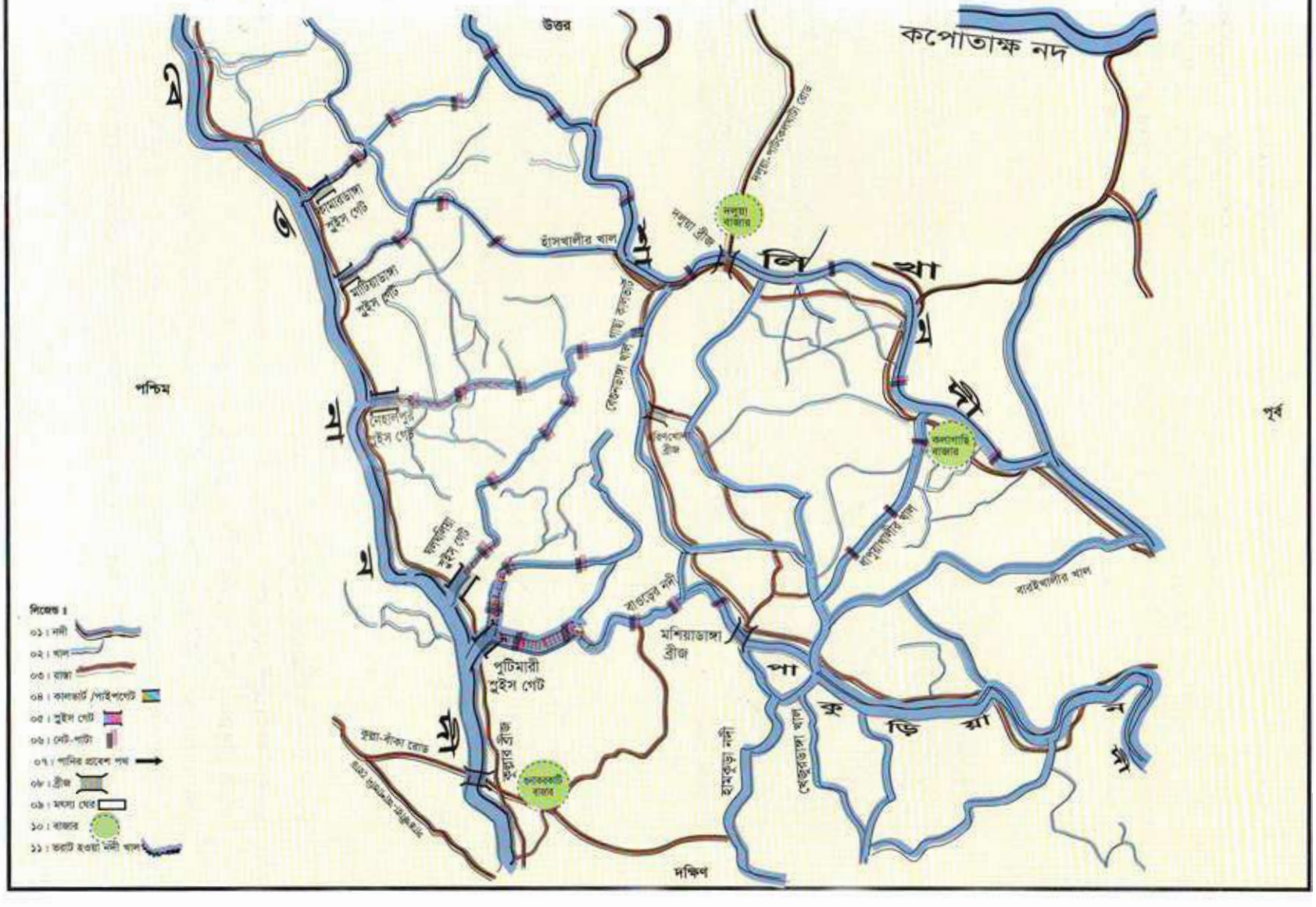

ভরাট হওয়া খাল ও কামারডাঙ্গি স্লুইস গেট

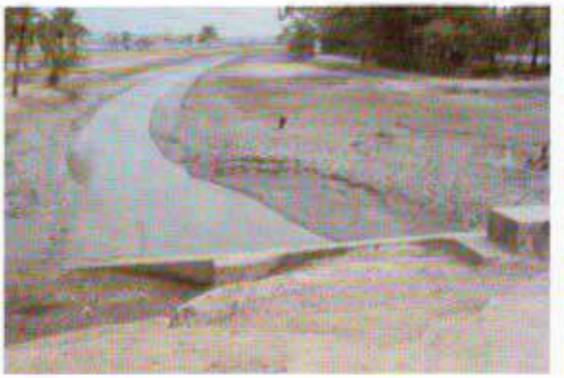

পলি জমে সরু হয়ে যাওয়া মাটিয়াডাঙ্গা খাল

স্লুইস গেটগুলো সব বেতনা নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত। পুটিমারী স্লুইস গেট (৩+২ ভেন্ট) আশাশুনির কুল্যা ইউনিয়নে অবস্থিত। ঘলঘলিয়া ১ ভেন্ট, নেহালপুর ৩ ভেন্ট এবং মাটিয়াডাঙ্গা ২ ভেন্ট স্লুইস গেটগুলো সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধূলিহর ইউনিয়ন এবং কামারডাঙ্গি স্লুইস গেট (৫ ভেন্ট) ব্রক্ষরাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। উক্ত গেটসমূহ আশাশুনি ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় অবস্থিত হলেও তালা উপজেলার সরুলিয়া, ধানদিয়া, নগরঘাটা, খলিশখালী, মাগুরা ও খেশরা ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকার পানি নিষ্কাশিত হয় উক্ত গেটগুলো দ্বারা। উক্ত গেটগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হলো পলি জমে খাল ভরাট, খালে নেট পাটা এবং স্লুইস গেটের যান্ত্রিক ত্রুটি যার কারণে জোয়ারের পানি ভিতরে প্রবেশ করে।

ঘলঘলিয়া স্লুইস গেটের যান্ত্রিক ত্রুটি

পলি জমে পুটিমারী খাল ভরাট

করণীয় ঃ

- পুটিমারী স্লুইস গেট থেকে ২ কি.মি. ঘলঘলিয়া স্লুইস থেকে প্রায় ২ কি.মি. নেহালপুর স্লুইস থেকে ২ কি.মি. মাটিয়াডাঙ্গা থেকে ২ কি.মি. এবং কামারডাঙ্গি থেকে ১.৫ কি.মি. খাল খনন বা পলি অপসারণ।
- সকল খাল থেকে জাল ও নেট পাটা উঠিয়ে দেওয়া।
- ঘলঘলিয়া, নেহালপুর ও কামারডাঙ্গি স্লুইস গেটগুলোর যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি ঠিক করা যাতে জোয়ারের পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

৫. উপসংহারঃ

জলাবদ্ধ এলাকার ভুক্তভোগী মানুষ ত্রাণ নয়, চায় জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে। জলাবদ্ধতা সমস্যা এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এখন মরাবাঁচার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ বিষয়ে আর কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নাই। ভুক্তভোগী জনগণের এই মুহূর্তে প্রত্যাশা দ্রুত পানি নিষ্কাশন। কিন্তু কপোতাক্ষ নদের অকালমৃত্যুর কারণে উল্লেখিত বিকল্প পথ ছাড়া পানি নিষ্কাশনের অন্য কোন সুযোগ নাই। তবে বিভিন্ন বিকল্প পথে পানি নিষ্কাশনের বহুবিধ বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এ সকল বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য সবল ও শক্তিশালী নেতৃত্বে একটি জোরালো সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে মতামতের প্রেক্ষিতে এবং তাদের অংশগ্রহনে এসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অত্র অঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে।

উত্তরণ
৪২, সাত মসজিদ রোড, (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০৪৭২৭৫৬১৪৫
http://www.uttaran.net